গাংনীতে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জন গ্রেফতার

গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
এরা হলো গাংনী পৌর শহরের পূর্ব মালশাদহ গ্রামের মৃতু আব্দুস শুকুরের ছেলে আব্দুল হালিম (২১), গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রবিউল ইসলাম (২১), পৌর এলাকার ফতাইপুর গ্রামের বাহারুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন (১৯) একই গ্রামের মামুনের ছেলে জনি (৩০) ও ধর্মচাকী গ্রামের ইন্তাজুল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম (২১)।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে এই ৫ জনকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত এসব আসামিদের নামে এর আগেও চুরির অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানান।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে নেয়া হয়েছে। তাদের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গতকাল (১০ নভেম্বর) সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চৌগাছা গ্রামে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস স্টাফ রোজিফা খাতুন ও ব্যবসায়ী আক্তারুজ্জামানের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এতে ওই বাড়ি দুটি থেকে ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার ও নগদ ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ঘটে।
এঘটনায় রোজিফা খাতুন বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৪৫৪/৩৮০ ধারায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেন যার নং ১৫, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।

গাংনীত প্রবাসীর স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে ধুম্রজাল, লাশ উদ্ধার

মেয়ের শাশুড়িকে (বিয়াইন) গাছ খাওয়ানোর অভিযোগ দিয়ে ননদ জেলেহার খাতুন ও সতীন রাজিয়া খাতুন তিনদিন আগে থেকেই নির্যাতন চালিয়ে আসছে আরছোনা খাতুনকে।
বৃহস্পতিবার বিকালে তাকে নির্যাতন করে হত্যা করে তারা। এটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে মরদেহ নিয়ে নানাভাবে নাটকও সাজিয়েছে স্বামীর পরিবার। বাড়ি থেকে আরছোনা মারা গেলেও তাকে নিয়ে স্থানীয় ক্লিনিক ও সরকারি হাসপাতালে যাওয়া। পুলিশকে না জানিয়েই তড়িঘড়ি করে মাটি দেওয়ার পায়তারা। অবশেষে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। এসব অভিযোগ করেন নিহতের বড় ভাই আব্দুর রশিদ।
তিনি জানান, প্রায় ১৮/১৯ বছর আগে আমার বোন আরছোনা খাতুনের সাথে করমদী গ্রামের হাসান আলী দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এর আগে আমার বোনের ওই গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল। পরোকিয়া করে আরছোনাকে বের করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন হাসান। আরছোনার মেয়েকে তার চাচাত ভাইয়ের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে বিয়ে দেন । মেয়ের শাশুড়ি নাজেরা খাতুন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই অসুস্থ হওয়াকে আমার বোন আরছোনাকে দায়ী করে সতীন ও ননদ। এ নিয়ে আমার বোনের উপর বেশ কয়েকদিন ধরেই অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আসছেন তারা।
নিহত আরছোনার বোন রেকসোনা বলেন, মরার আগে আমার বোন তিন দিন খাইনি। আমার দুলাভাই ২ মাস আগে সৌদী থেকে বাড়ি এসেছে। আগামিকাল তার বিদেশ ফিরে যাওয়ার কথা।
রেকসোনা অভিযোগ করেন আমার বোনের মুখে বিষের কোনো গন্ধ নেই। শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারের দাগ আছে। আমার বোনকে নির্যাতন করেই হত্যা করেছে তারা।
আরছোনা খাতুন গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের আনসার আলীর মেয়ে। তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় মেম্বর আব্দুল হামিদ বলেন, তাদের পারিবারিক ঝামেলা আছেই। তবে, তার মুখে বিষের কোনো আলামত মেলেনি।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবে কি কারণে মৃত্যু

হয়েছে বিষয়টি এখনও পরিস্কার নয়।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। এঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সাংবাদিক জনির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজীর মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা

এশিয়ান টিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনির বিরুদ্ধে দায়ের করা চাঁদাবাজি মামলায় আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে পরোয়ানা তামিলের জন্য মেহেরপুর সদর থানায় প্রেরণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেআরও কোর্ট ইন্সপেক্টর গোলাম মোহাম্মদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। যার মামলা নং জিআর ১০৩/২১ ইং।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালি ও ফতেপুরের মাঝে মরাগাং খনন কাজ করার সময় দুই পাড়ের মাটি স্থানীয় মেম্বর মিলন হোসেন বিক্রি করছিলেন। এঘটনায় সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিসহ কয়েকজন সাংবাদিক তাদের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজে লাইভ দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিলন হোসেন মেম্বর তার কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত ফতেপুর গ্রামের আক্কাছ আলীর ছেলে তাবিরুল ইসলাম ওরফে তাবু সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী মারপিট ও সরকারি কাজে বাধা দানের অভিযোগ এনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করেন।সদর থানার মামলা নং ১৯, তারিখ ২০/০৪/২০২১ ইং, ধারা ১৪৩/৩২৩/৩৮৫/৫০৬/৩৪ দ:বিধি।

মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত করেন মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক আব্দুল্লাহ আলম মামুন এজাহার নামীয় ১ নং আসামি মিজানুর রহমান জনির বিরুদ্ধে পেনাল কোড ৩২৩/৩৮৫/৫০৬ ধারার অপরাধ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ৩১/০৮/২০২১ তারিখে অভিযোগ দাখিল করেন। কিন্তু এজাহার নামীয় অপর ৬ আসামি মহসিন আলী, মফিজুল ইসলাম, ইসরাফিল হোসেন, লাল্টু মিয়া, আরিফুল ইসলাম ও মো: সাইদুর রহমানকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন।

পুলিশ এজাহার নামীয় ৬ জনকে বাদ দিয়ে চার্জশীট দেওয়ায় বাদী তবিবর রহমান তবি নারাজি আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত আবেদনটি গ্রহণ করে কুষ্টিয়া পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) মামলাটি অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশে বিগত ৯/১২/২০২১ তারিখে পিবিআই মামলাটি গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ ব্যুরো অব ইনস্টিগেশন (পিবিআই) এর উপপরিদর্শক (এসআই) বলরাম বিশ্বাস মিজানুর রহমান জনিকে অভিযুক্ত করে গত ৩১/০৭/২০২২ তারিখে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

মেহেরপুরে মারামারি মামলায় ২ ব্যক্তির ৬ মাস কারাদন্ড

মেহেরপুরে একটি মারামারি মামলায় অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় ২ ব্যক্তিকে ৬ মাস কারাদন্ড ও ৫ শ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

দন্ডিতরা হলেন মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের সুন্নাত মোল্লার ছেলে গোলজার (৪৫) ও লিয়াকত মোল্লার ছেলে মামুন মোল্লা (৪০)।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আবুবক্কর সিদ্দিক এ আদেশ দেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, ২০১৭ সালে গোপালনগর গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের জের ধরে আসামিদের নামে মামলার বাদী মোছা: কাজল রেখা একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং জিআর ১০৫/২০১৭ ইং।

মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত করার পর মুজিবনগর থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন উদ্দীন ২১/০৯/২০১৮ সালে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন।

৩২৩ ধারায় অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় আসামি গোলাজার ও মামুন মোল্লাকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫ শ টাকা করে অর্থদন্ড করেন। অনাদায়ে আরো ৩ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ডাদেশ দেন। মামলায় ৮ জন স্বাক্ষী তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। সরকারি পক্ষে এপিপি অ্যাডভোকেট সাথী বোশ ও আসামি পক্ষে আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট মনিরুজ্জামান কৌশুলি ছিলেন।

গাংনীতে দুটি বাড়িতে চুরি। স্বর্ণালংকারসহ ১৫ লাখ টাকা চুরি

গাংনী উপজেলা পৌর শহরের দুটি বাড়িতে দুধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

সংঘবদ্ধ চোরের দল ঘরের জানালার গ্রীল কেটে ও টিনের ছাউনির নিচ দিয়ে ঘরে ঢুকে দুটি বাড়ি থেকে প্রায় ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা ও ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে বলে বাড়ির মালিকরা জানিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) বেলা ১০ টা থেকে বেলা ১ পর্যন্ত যে কোনো সময় পাশাপাশি বাড়ি দুটিতে চুরির ঘটন ঘটেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও উপপরিদর্শক (এসআই) আতিকসহ পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বাড়ির মালিক গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসের স্টাফ রোজিফা খাতুন বলেন, আমি সকাল ৮ টার দিকে অফিসে চলে যায়। বাড়িতে কেউ ছিলনা। আমার ঘরে নগদ ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণাংকার নিয়ে গেছে চোরের দল।তিনি বলেন আমার বাড়িটি টিনের ছাউনি। চোরের দল টিনের নিচ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে বাকসের তালা ভেঙ্গে টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে।

এছাড়া গাংনী ভ্যারাইটি স্টোরের মালিক আক্তারুজ্জামান বলেন, রান্না ঘরের জানালার গ্রীল কেটে শোয়ার ঘরে ঢুকে বাকস ভেঙ্গে নগদ দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে।চুরির সময় ওই বাড়ি দুটিতে কেউ ছিলনা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, চুরির ঘটনায় আমিসহ পুলিশের দল ওই বাড়ি দুটি পরিদর্শন করেছি। চুরির ঘটনায় আসামিদের সনাক্তকরণ ও খুজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মেহেরপুর পিতা পুত্রসহ ৫ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ৫ পলাতক আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মারামারির অভিযোগে দায়ের করা মামলা নং ১২, তারিখ ০৯/১২/২০২২, এর আসামি মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি উত্তরপাড়া এলাকার নাজের উদ্দীনের ছেলে মজিরুদ্দীন(৫৪), তার ছেলে ইসমাইল হোসেন(৩০), ফয়সাল হোসেন(২৫), একই গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে জিয়া শেখ(২৮)। এছাড়া মাদক মামলা নং ১৩, তারিখ ০৯/১১/২০২২ এর আসামি মেহেরপুর শহরের আকবর আলী ওরফে বাবুর ছেলে আরিফুল ইসলাম(৩২)।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) রফিকুল ইসলামের

নির্দেশে থানার একাধিক টিম বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মাদক মামলায় আদালত কর্তৃক ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি জিয়া (৪৮)কে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামে তার ভগ্নিপতি লাল্টু মিয়ার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত জিয়া মেহেরপুর শহরের ফৌজদারীপাড়া এলাকার গোলাম শেখের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই)শাকিল খান সঙ্গীয়ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা হেরোইন বিক্রি অভিযোগে ৫৯/১৬ এসসি মামলায় আদালত ২ বছরের সাজা প্রদান করেন।

এসময় সে পলাতক ছিল। তারপর থেকে পুলিশের গ্রেফতার এড়াতে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সে।

গোপন সংবাদের ভিত্ত্বিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত জিয়াকে আদালতে নিলে বিজ্ঞ বিচারক তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

মেহেরপুরে সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে কাব স্কাউটদের সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটের আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার (১০ নভেম্বর) সকাল ১১ টার সময় মেহেরপুর কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে এ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউট ঢাকা সদর দপ্তরের উপ-পরিচালক মতুরাম চৌধুরী।

এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা অঞ্চলের সহকারী পরিচালক দয়াময় হালদার।

কাব স্কাউটের মেহেরপুর জেলা সম্পাদক শরিফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কাব স্কাউটের সদর উপজেলা গ্রুপ সভাপতি আবু লায়েছ লাবলু, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলার কমিশনার রুত ছবি বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা কাপ লিডার ফারুক হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা কাপ লিডার মিনারুল ইসলাম, ইউনিট লিডার নুরজাহান, লায়লা ফেরদৌস, শাহাজাহান প্রমুখ।

কাব স্কাউট মেহেরপুর জেলা শাখার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কাব স্কাউটদের সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতায় জেলার ৪৫ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে।

প্রতিযোগীতায় প্রথম ১০ জন বিজয়ীকে ১০ টি মেগা পুরস্কার, সনদপত্র ও ৩৫ টি শান্তনা পুরস্কার এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম মনোনয়নপত্র জমা

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপি পন্থি জাতীয়তাবাদি আইনজীবী ফোরাম তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন বুধবার (৯ নভেম্বর) দুপুরের দিকে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট বিমল কুমার বিশ্বাসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান-সাদ্দাম প্যানেলে মনোনয়নপত্র জমা দেন সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট এএসএম সাইদুর রাজ্জাক, সহ-সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আহসান মাহবুবুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট আরিফুজ্জামান, কোষাধক্ষ্য পদে অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম সাহেব, এছাড়াও নির্বাহী সদস্য পদে অ্যাডভোকেট মোখলেছুর রহমান খান স্বপন, অ্যাডভোকেট শফিউল আজম খান বকুল, অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা গাজী, অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমান রিপন, অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা কল্লোল, অ্যাডভোকেট খুরশিদা খাতুন এবং অ্যাডভোকেট সেলিম রেজা।

এসময় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন, সহ প্যানেলের অন্যান্য সদস্য গণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচনে ১৫ টি পদে ১২৬ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের মনোনয়নপত্র জমা

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে বুধবার (৯ নভেম্বর) দুপুরে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ প্যানেল তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

সভাপতি সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভাকেট খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল, সহসভাপতি পদে অ্যাডভাকেট নজরুল ইসলাম, অ্যাডভাকেট গোলাম মোস্তফা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভাকেট কেএম নুরুল হাসান রঞ্জু, অ্যাডভাকেট শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন, কোষাধ্যক্ষ পদে অ্যাডভাকেট রোকেয়া খাতুন, গ্রন্থগার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে অ্যাডভাকেট নুর জামাল।

এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে অ্যাডভাকেট সাইফুল ইসলাম, অ্যাডভাকেট মোশাররফ হোসেন, অ্যাডভাকেট রুথ শোভা মন্ডল, অ্যাডভাকেট মিরাজুল ইসলাম, অ্যাডভাকেট আবুল হাসেম, অ্যাডভাকেট ফয়সাল নাসরুল্লাহ কনক এবং অ্যাডভাকেট রফিকুল ইসলাম রুবেল।

নির্বাচন কমিশনের দায়ীত্বপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভাকেট বিমল কুমার বিশ্বাসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এসময় অন্যদের মধ্যে খন্দকার একরামুল হক হীরা, মেহেরপুর জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভাকেট পল্লব ভট্টচার্য, অ্যাডভাকেট একেএম শফিকুল আলম, অ্যাডভাকেট ইব্রাহিম শাহিন, অ্যাডভাকেট ইয়ারুল ইসলাম, খন্দকার আব্দুল মতিনসহ আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচনে ১৫ টি পদে ১২৬ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। আগামী ২৫ নভেম্বর মেহেরপুর জেলা আইনজীবী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।